



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৮ অনুষ্ঠিত



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়



সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

গত ১৩ অক্টোবর “কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৮” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গত অর্থ বছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে

আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই গবেষণা পর্যালোচনা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা। প্রথমে আঞ্চলিক পরে অভ্যন্তরীণ ও সবশেষে কেন্দ্রীয় গবেষণা

পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার মাধ্যমে গত বছরের গবেষণা কার্যাবলীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যে কারণে এই কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিভিন্ন পর্যায়ের এই কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষক প্রতিনিধি, এরপর পৃষ্ঠা ৪

দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডাল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অধিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর দুই দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ২৫ জুলাই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়া ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে “Incorporating Salt-tolerant Wheat and Pulses into Smallholder Farming Systems in Southern Bangladesh” প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনার পরিচালক ড. মুহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) জনাব মো. শোয়েব হাসান। অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআইএআর, অস্ট্রেলিয়ার রিসার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. এরিক হাটনার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং প্রকল্পের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন প্রকল্প প্রধান এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রফেসর ড. উইলিয়াম আরস্কিন। কর্মশালায় এসিআইএআর,

ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, সিআইএটি, মারডক ইউনিভার্সিটি, সিএসআইআরও এর বিজ্ঞানীসহ দেশী-বিদেশী প্রায় ৭৫ জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ডাল ফসল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তির উপর আলোকপাত করা হয়। ■



সম্পাদকীয়

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ। সম্প্রতি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) কর্তৃক বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা- এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতির একটি দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ।

আর এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। তার সাহসী ও গতিশীল উন্নয়ন কৌশল দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয় বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, পদ্মা সেতু নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকার মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহসহ আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথনির্দেশ করে।

কৃষি এ দেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ খাত। বর্তমানে দেশে মোট জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্জিত হয় কৃষি খাত থেকে। পাশাপাশি কৃষি দেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের



প্রধানতম উৎস। এখনও এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হয়ে থাকে কৃষিকে অবলম্বন করেই। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং গত এক দশকে কৃষিক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি সরকার কৃষিক্ষণের সুদের হার ৪-৯ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করেছে। ২০০৮-০৯ সালে এদেশে বিতরণকৃত মোট কৃষিক্ষণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে তা ২১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ফলে ২০০৮-০৯ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৩৮ লাখ মেট্রিক টন এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৩৮১.৪১ লাখ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও সরকার কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের কৃষি যন্ত্রপাতি মোট মূল্যের ৬০% পর্যন্ত ভর্তুকি মূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করছে।

এর ফলে কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত হয়েছে। পানি সেচের আওতায় এসেছে দেশের মোট আবাদী জমির ৭০ শতাংশ। ফলে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে

খাদ্যশস্যের উৎপাদন। গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ লাখ থেকে ১৪ লাখ মেট্রিক টনে। ভুট্টার উৎপাদন ১৪ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৩০ লাখ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সবজি উৎপাদন প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে তৃতীয়। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে।

আর দেশে কৃষির এ সার্বিক উন্নয়নে ‘খাদ্য ও পুষ্টিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বিএআরআই’ এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমানে বিএআরআই দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, ফল, মসলা, ফুল সহ প্রায় ২০৮টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা এবং শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই এবং পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আর্থ সামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে চলেছে।

বর্তমান সরকার দেশে ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের ১০টি কৃষি অঞ্চলে ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে কৃষক ফসল উৎপাদন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে।

বর্তমান সরকারের কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে আজ কৃষির প্রত্যেকটি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ প্রত্যেকটি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হওয়ায় এখন দেশ কেবল খাদ্য নিরাপত্তাই নয় বরং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেও ক্রমে এগিয়ে চলেছে। ■

ICPP2018 তে ড. এম. মনিরুল ইসলামের যোগদান

গত ২৯ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানী সমিতির উদ্যোগে ICPP2018 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে বিশ্বের ১০০ টিরও অধিক দেশের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ড. এম. মনিরুল ইসলাম উক্ত কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসে ড. এম. মনিরুল ইসলাম “ফসলের রোগের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি গত ৬০ বছরে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সাথে ফসলের রোগের সম্পর্ক দেখান। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী আবারো ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীতে খাদ্য বঞ্চনার শিকার মানুষের সংখ্যা ২০১৬ সালে ৮০৪ মিলিয়ন, ২০১৭ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮২১ মিলিয়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ধান চাষের সমস্যা হচ্ছে, শীতের স্থায়ীত্ব ও তীব্রতা কমে যাওয়াতে শীতকালীন সবজি ও গম চাষ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে, খরা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে গ্রীষ্মকালীন শস্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন রকম বৈষ্ণবিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে শস্য রোগ সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যেখানে ফসলের রোগের সংখ্যা ছিল ৩০০ এর মতো আজকে সেটা ৫ গুণ বেড়ে ১৫০০ এরপর পৃষ্ঠা ৪



ড. এম. মনিরুল ইসলাম ICPP2018 তে বক্তব্য রাখছেন



পরিচালকবৃন্দের যোগদান

মো. শোয়েব হাসান এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান

মো. শোয়েব হাসান গত ৬ আগস্ট ২০১৮ তে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি. তারিখে ডাল



গবেষণা কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদীতে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর বিগত ২৭/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করে ০৮/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিচালক (পরিচালনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন এবং ০৫/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করেন। মো. শোয়েব হাসান ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি প্রকৌশল) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ম ম্যাকানিকস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রায় দেড় বছর অধ্যাপনা করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Adjunct ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুরে মেশিনারী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগদান করেন। এ সময় তিনি EU এবং ICBA এর অর্থায়নে Bio Saline Agroforestry এবং লবণাক্ত এলাকায় ড্রিপ সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ২টি বিদেশি প্রকল্পের PI হিসেবে কাজ করেন। ২০০৯ সালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগদান করেন। ২০১০ সালে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২টি পুরাতন যন্ত্রের আধুনিকায়ন ও ১০টি নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ৩০টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ৫টি বই ও ৬টি বুকলেট তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, নেদারল্যান্ডস, দুবাই, চীন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, লেবানন ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ১ (এক) কন্যা সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী ১৯৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর খুলনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন এর আজীবন সদস্য, জাইকা অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ এর আজীবন সদস্য এবং আইইবি বাংলাদেশ, গাজীপুর এর সদস্য ও কাউন্সিলর। ■

ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন এর পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান

ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পরিচালক (গবেষণা)



হিসাবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র এবং উদ্যানতন্ত্র গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পান এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরে যোগদান করেন। ২০০৮ সালে তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে যোগদান করেন এবং ২০১২ সালে তিনি অত্র ইনস্টিটিউটে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে স্কটল্যান্ডের (যুক্তরাজ্য) এডিনবোরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ২০০৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৩৪টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও থিসিস, প্রসিডিংস, গ্র্যাবস্ট্রাক্ট এবং বুকলেটসহ তাঁর আরও প্রায় ২০টি প্রকাশনা রয়েছে। ড. সাখাওয়াৎ হোসেন তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বেশকিছু উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাত উদ্ভাবন এবং প্রজনন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালে গাজীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। ■

ড. মো. লুৎফর রহমান এর পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা) হিসেবে যোগদান

ড. মো. লুৎফর রহমান গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি



২৬/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন এবং ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারি, চট্টগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর এবং ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, গাজীপুর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, গাজীপুরে যোগদান করেন। তিনি ২০০০ সালে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, গাজীপুরে যোগদান করেন এবং দুই বছর পর গবেষণা উইং, বিএআরআইতে যোগদান করেন। তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে গবেষণা উইং, বিএআরআইতে ২০০৮ সালে যোগদান করেন। তিনি পদোন্নতি পেয়ে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে ২০১২ সালে প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বিএআরআই, গাজীপুর যোগদান করেন। তিনি ভারতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ICRIAT থেকে পিএইচডি ডিগ্রির নিমিত্ত ছোলার রোগ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং ইনস্টিটিউট অফ পোষ্টহারভেস্ট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ২০০৮ সালে তিনি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনসালটেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, নেপাল, চীন, ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৪৮ (আটচল্লিশ) টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও থিসিস, বুক, বুকলেট, ক্যাটালগ, মনোগ্রাফ, লিফলেট এবং বুলেটিনসহ তাঁর আরও ৩৪ (চৌত্রিশ) টি প্রকাশনা রয়েছে। ড. মো. লুৎফর রহমান, উদ্ভিদের রোগবাহাই দমনের লক্ষ্যে বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যা কৃষক পথ্যায় সমাদৃত হয়েছে। তিনি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় ১৯৬০ সালের মে মাসে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। ■



পরিচালকবৃন্দের যোগদান

ড. সৈয়দ নূরুল আলম এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান

ড. সৈয়দ নূরুল আলম গত ০৬ আগস্ট ২০১৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয়



প্রধান হিসাবে সাত বৎসরের অধিক দায়িত্ব পালন করেন। ড. সৈয়দ নূরুল আলম ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাই নবাবগঞ্জ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সনে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটিতে এবং ২০০০ সাল হতে কীটতত্ত্ব বিভাগ, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন। ২০০৮ সনে তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ২০১১ সনে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ইউনেভিসিটি অব ফিলিপাইন লস বাণোস হতে ১৯৯৪ সনে কীটতত্ত্ব বিষয়ে এমএস এবং ১৯৯৭ সনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কীটতত্ত্ববিদ হিসাবে দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশে পোকা-মাকড় দমনে অনেক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তার আবিষ্কৃত ফেরোমোন ফাঁদের মাধ্যমে পোকা দমন পদ্ধতি যেটি কৃষকদের কাছে যাদুর ফাঁদ নামে পরিচিত সেটি কেবল দেশে নয় বিদেশেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে জৈব বালাইভুক্তি বালাই ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেন, যা বর্তমানে অর্থ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব এবং কার্যকরী দমন ব্যবস্থাপনা হিসাবে পরিচিত পাচ্ছে। তিনি ২১টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক/সমন্বয়কারী/প্রধান পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পেস্টিসাইড টেকনিক্যাল এডভাইজারী কমিটিসহ কীটতত্ত্ব বিষয়ক সরকারী নীতি নির্ধারনী অনেক কর্মটির তিনি সক্রিয় সদস্য। এছাড়াও তিনি ২০০০ সনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এবং ২০১৬ সালে ব্যুরো অব প্ল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রি, ফিলিপাইনে শর্ট টার্ম এক্সপার্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কীটতত্ত্ব বিষয়ক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং বিএআরআই এ প্রথমবারের মত আইপিএম এর উপর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তার তত্ত্বাবধানে দেশের ০৪ দেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৫ টি পিএইচডি এবং ১৪ টি এমএস ছাত্র কীটতত্ত্ব বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেছে। বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার ৫৪ টি গবেষণা নিবন্ধ, ০৯ টি বই এবং বুকলেট, ওয়াকসপ প্রসঙ্গে ইত্যাদিতে ১০৪ টি সহ সর্বমোট ১৬৭টি প্রকাশনা রয়েছে। তিনি উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়াকসপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে ফিলিপাইন, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ১০টি পেশাজীব সংগঠনের জীবন সদস্য এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়াও তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য হিসাবে কর্তব্যরত রয়েছেন। কীটতত্ত্ব বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদানের জন্য ইতোমধ্যে তিনি স্বনামধন্য বেস কয়েকটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী এই বিজ্ঞানী একটি কন্য সন্তানের জনক। ■

ড. মো. আব্দুল ওহাব এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান

ড. মো. আব্দুল ওহাব গত ১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল এ কর্মরত ছিলেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি প্রেষণে ভাসমান বেডে সবজি চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. মো. আব্দুল ওহাব ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর এ প্রায় ১০ বছর সফলভাবে কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে সিমিট, প্র্যাকটিক্যাল একশন এ কাজ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার ২৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়াকসপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ২ সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনস বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসাবে বিএআরআই ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি দেশের কৃষকের উপযোগী খামার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০টি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কৃষক ব্যবহার করছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (IFDC) ২০১১ ইং সাল থেকে ২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি IFDC তে গবেষণা কাজ করার সময় ২ ধরনের মাটির নিচে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত সার প্রয়োগ যন্ত্র IFDC এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। সোমেনগালের একটি কৃষি মেলায় IFDC এর স্টলে ২০১৩ সালে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শিত হয় যা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নজরে আসে। বাংলাদেশী এ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন যা দেশি বিদেশি অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফসল উৎপাদনে সার সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মাটির নিচে গুটি সার বারাক ওবামার নজরে আসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৩ সালে IFDC এর প্রেসিডেন্ট ড. মো. আব্দুল ওহাবকে Award প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন যা তিনি IFDC এর প্রধান কার্যালয়, আলাবামা, আমেরিকা থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে গ্রহণ করেন। যা বিএআরআই তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব। ■



কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কৃষির সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সেই আলোকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হয়। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা অঞ্চল ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা বারি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ২০০ টিরও বেশি ফসলের ৪৭১টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিরোধী জাত এবং ৪৫২টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ এযাবৎ ৯০০টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে গম, তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

কৃষি মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষিই অর্থনীতির মূলভিত্তি। আজ সারা বিশ্বে সবজি উৎপাদনে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলেই এ সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ড. মো. কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

এছাড়াও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকবৃন্দ ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ স্ব স্ব বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০০ জন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। ■

ICPP2018 তে যোগদান ...

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

ছাড়িয়ে গেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন যে শুধু প্রাকৃতিকভাবেই হচ্ছে তা নয় বরং মনুষ্য সৃষ্ট কারণই বেশি দায়ী। কারণ আজকাল আর শুধুই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কিছু নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে সব ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তার সিংহভাগই এড়ানো সম্ভব যদি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করতো এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতো। ড. এম. মনিরুল ইসলাম তার প্রবন্ধে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সকল ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রস্তাব রাখেন। ■



পুষ্টি চাহিদা পূরণে ধান চাষের পর পতিত জমিতে ডাল উৎপাদন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে আমন ধানের পর পতিত জমিতে ডাল উৎপাদনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বিএআরআই

IFAD-ICARDA এর অর্থায়নে “Enhancing Food Nutritional Security and Improved Livelihoods Through Intensification of Rice-Fallow System with Pulse Crops in South Asia (Bangladesh, India & Nepal)” প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ডাল গবেষণা কেন্দ্রে, ঈশ্বরদী, পাবনার পরিচালক ড. মুহাম্মাদ হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, বিএআরআই এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিএআরআই এর বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সদস্য ড. মাসুদুল কাদের প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উক্ত প্রকল্পের প্রধান ইনভেস্টিগেটর ICARDA এর বিজ্ঞানী ড. আশুতোষ সরকার প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে আমন ধান কাটার পর পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে গত ২০১৭-১৮ রবি মৌসুমে কি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

দুই দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালায় প্রথম দিন বাংলাদেশ থেকে ৩ টি ভারত থেকে ২ টি এবং নেপাল থেকে ২ টিসহ মোট ৭টি পেপার উপস্থাপিত হয় এবং ২য় দিনে আগামী ২০১৮-১৯ সালের রবি মৌসুমে ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

তাসলিমা জাহান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগ হতে সাফল্যের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম “Effect of Herbicides on Weed and Crop in Rice-Wheat-Mungbean Cropping Pattern under Conservation Agriculture Systems”। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমান এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মাহফুজা বেগম। তার সুপারভাইজারী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. আবুল হাশেম, প্রধান গবেষণা বিজ্ঞানী, ডিপার্টমেন্ট অব প্রাইমারী ইন্ডাস্ট্রিস এন্ড রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। তিনি অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ACIAR) এর অর্থায়নে “Overcoming agronomic, biotic and socio-economic constraints to adoption of conservation agriculture in diversified rice-based cropping in Bangladesh (LWR/2010/080)” প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। তার গবেষণালব্ধ ফলাফল দেশের বিভিন্ন জার্নালসহ আন্তর্জাতিক SCI জার্নালেও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গবেষণালব্ধ ফলাফলের অংশবিশেষ ২৫তম Asian-pacific Weed Science Society Conference এ এবং ৭তম International Weed Science Society Conference এ উপস্থাপন করেন। তার গবেষণার কিছু অংশ Conservation Agriculture for Smallholders (CASH) এর ১ম এবং ২য় কনফারেন্স এ উপস্থাপন করেন এবং ২০১৭ সালের ২য় CASH কনফারেন্স এ তিনি Recognition Award for Outstanding Research in Weed Management under CA Systems অর্জন করেন। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে আগাছা দমন ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■



তাসলিমা জাহান

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. মাদ্দনুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের The Ohio State University হতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল “Diversity and Management of Sclerotinia Sclerotiorum in Brassica spp. in Bangladesh”। তার গবেষণার মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক Sally A. Miller. গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বাংলাদেশে *Sclerotinia Sclerotiorum* এর জীববৈচিত্র, বিভিন্ন ছত্রাকনাশকের প্রতি এই জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উন্মোচন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাতসমূহের এই জীবাণুর রোগ প্রতিরোধ/সহনশীলতার তথ্য উন্মোচন করা হয়। এ সকল তথ্য বাংলাদেশে *Sclerotinia Sclerotiorum* এর দমন ব্যবস্থাপনা এবং নতুন নতুন সরিষার জাত উদ্ভাবন করা ও সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তিনি তার সকল গবেষণা এবং একাডেমিক কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের Feed The Future প্রোগ্রামের আওতায় USAID এর অর্থায়নে Borlaug Higher Education for Agricultural Research and Development (BHEARD) ফুল ব্রাইট ফেলোশিপের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। ■



মো. মাদ্দনুল ইসলাম

ফেরদৌস-ই-এলাহী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের The Ohio State University এর Department of Plant Pathology থেকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল “Identification of Causal Agents of Bacterial Soft Rot of Potato and its Management in Bangladesh”। তার গবেষণালব্ধ ফলাফল বাংলাদেশের আলু উৎপাদনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় ব্যাকটেরিয়াল soft rot রোগের প্রধান জীবাণু, তাদের জীববৈচিত্র, এসকল জীবাণুর প্রতি আলুর জাত সমূহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং soft rot রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার উপর নতুন নতুন তথ্য উন্মোচন করেছে। এ সকল তথ্যের আলোকে আলুর এই রোগ দমনের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন বাড়াণো সম্ভব হবে। তার গবেষণার মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন Professor Sally A. Miller. ফেরদৌস-ই-এলাহী যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের Feed The Future প্রোগ্রামের আওতায় USAID এর অর্থায়নে Borlaug Higher Education for Agricultural Research of Development (BHEARD) full bright ফেলোশিপের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ■



ফেরদৌস ইলাহী

মাফরুহা আফরোজ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব শাখা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি উইস্টার/২০১৭ টার্মে বসবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ হতে Molecular Plant Pathology বিষয়ে সাফল্যের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল “Differential Colonization of *Ralstonia solanacearum* in *Solanum sisymbriifolium* and Tomato, and Pathogenic and Genomic Variations in *Clavibactermichiganensis* subsp. *michiganensis*”। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. ইসমাইল হোসেন মিঞার মূল তত্ত্বাবধানে সাফল্যের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ Professor Dr. Sally A Miller, Department of Plant Pathology, Ohio State University (OSU), USA এর মূল তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি Professor Dr. Sally A Miller এর Lab, Selby Hall, Department of Plant Pathology, MCI Center, Ohio Agricultural Research and Development Center, Ohio State University (OSU), USA হতে সাফল্যের সাথে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি Integrated Pest Management Innovation Lab (IPM IL) and U.S. Agency for International Development (USAID), the USAID-funded Feed the Future Food Security Innovation Lab for IPM প্রদত্ত বৃত্তির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে USA-তে পিএইচডি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তার অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে Bacterial wilt এবং Bacterial Canker এর বেসিক গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে Disease management এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্যান্য ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ■



মাফরুহা আফরোজ



বিএআরআই-এ জাতীয় শোক দিবস পালিত



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) চতুরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগভীর পরিবেশে পালিত হয়েছে।

১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএআরআই প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন বিএআরআই এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. শোয়েব হাসান। এ সময় ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আনন্দ শিশু কানন, বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় ও হেফজখানার শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে র্যালি, জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উপর আলোচনা ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতা। ■

আফগান প্রতিনিধি দলের বিএআরআই...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

পরিচালক (গবেষণা উইং) ড. মো. লুৎফর রহমান এবং বিভাগীয় প্রধানগণ তাদের স্বাগত জানান।

এরপর বিএআরআই এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন পরিচালক (গবেষণা উইং) ড. মো. লুৎফর রহমান।

পরে অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটের টেক্সকোলজি ল্যাব, আইপিএম ল্যাব এবং পোকামাকড় জাদুঘর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ল্যাব, জীব প্রযুক্তি ল্যাব, ম্যাংগো অরচার্ড, অর্কিড হাউজ, হাইড্রোপনিক্স ল্যাব এবং ভাসমান সবজি বেড পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে চারা/কলম বিতরণ



ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বিএআরআই, চারা বিতরণ করছেন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে প্রান্তিক কৃষকদের ফলের চারা/কলম রোপন ও পরিচর্যা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও চারা/কলম বিতরণ অনুষ্ঠান গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং তারিখে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ গাজীপুর সদর ও কালিগঞ্জ উপজেলার ৫টি গ্রামের ১০০ জন কৃষককে ৬টি ফলের ১৭টি করে চারা/কলম বিনামূল্যে বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. জি. এম. এ হালিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মাদন গোপাল সাহা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. বাবুল চন্দ্র সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ। পরবর্তীতে চারা/কলম রোপন ও পরিচর্যা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে ফল বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং কৃষকদের হাতে কলমে বিভিন্ন ফলের কলম উৎপাদন এর কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ■

নাগরিক সেবায় আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী ধারণা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



এএসআইসিটি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কামরুল হাসান বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে “নাগরিক সেবায় আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী ধারণা” শীর্ষক সেমিনার গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইনস্টিটিউটের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএআরআই এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) জনাব মো. শোয়েব হাসানের সভাপতিত্বে সেমিনারে পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন এবং কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. মো. কামরুল হাসান বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাইফুল ইসলাম। সেমিনারে বিএআরআই এর বিভিন্ন কেন্দ্র ও বিভাগের ৬০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। ■



অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

শরৎ শুভ শুভেচ্ছা সবাইকে। আসছে রবি মৌসুম নানা রকম শাকসবজি ও ফসলের পসরা সাজিয়ে। ঋতু বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশের এ মৌসুমে দেখা যায় সবজি ও ফসলের বৈচিত্র্যময় সম্ভার। সুপ্রিয় কৃষক-কৃষাণী ভাই বোনো, এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আসুন তবে পরিচিত হই বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত শীতকালীন ফসল ও সবজির বিভিন্ন জনপ্রিয় জাতের সাথে।

গম: গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৬টি গমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে সৌরভ (বারি গম - ১৯), গৌরব (বারি গম - ২০), শতাব্দী (বারি গম - ২১), সুফী (বারি গম - ২২), বিজয় (বারি গম - ২৩) ও প্রদীপ (বারি গম - ২৪) অন্যতম।

এ জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগপ্রতিরোধক্ষম। এ জাতগুলি তাপ সহিষ্ণু তাই দেহিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। নতুন জাতগুলি উপযুক্ত ও নাবীতে বপনে কাঞ্চনের চেয়ে ১০% বেশি ফলন দেয়। এ জাতগুলি পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাভেদে ৩.৫-৫.২ টন/হেক্টর ফলন দিতে পারে। এদের জীবনকাল ১০৫-১১২ দিন। দানা সাদা তাই পুরাতন জাত যেমন - কাঞ্চন, প্রতিভা ইত্যাদি পরিহার করে নতুন জাত চাষ করে কৃষকেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।

সম্প্রতি বিএআরআই কর্তৃক আরও দুটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত বারি গম - ২৫ ও বারি গম - ২৬ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

অক্টোবর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে গমের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে গম বীজ বপন শুরু হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু যেখানে বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে থাকে না, অধিক লবণাক্ত নয়, এ রকম জমি গম চাষের জন্য উপযোগী।

গম বীজ বপনের পূর্বে পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করে নিন। ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করে নিন। জমিতে সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন। এ পর্যায়ে প্রতি একর জমিতে ইউরিয়া প্রথম প্রয়োগের সময় ৬০/৭০ কেজি এবং জিপসাম ৪৫/৫০ কেজি ব্যবহার করুন। চাষের আগে হেক্টরপ্রতি ৩-৪ টন গোবর/কম্পোস্ট সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। হেক্টরপ্রতি ১২০ থেকে ২৪০ কেজি বীজ সমানভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করুন।

গমের চারা তিন পাতা বিশিষ্ট হলে হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন। গমের বয়স যখন ৫৫-৬০ দিন অর্থাৎ গমের শীষ বের হওয়ার সময় ক্ষেতে একটি সেচ দিতে পারেন। এতে গমের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এ সময় ক্ষেতে হুঁদুরের উপদ্রব হলে দমন অত্যন্ত জরুরি। জমির আইল পরিষ্কার করা, গর্তে পানি ঢালা, ধোঁয়া দিয়ে ফাঁদ পাতা বা রাসায়নিক প্রয়োগের মাদ্যমে হুঁদুর দমন করা যেতে পারে।

আলু: ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবে এখন আলুকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আবাদি এলাকার বিবেচনায় গমের পরেই আলুর স্থান। আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যিক। সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভাল হয়। গাছে কোন খাদ্যোপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগ নির্ণয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আলু চাষের জন্য নিম্নোক্তভাবে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পচা গোবর ১০ টন/হেক্টর, ইউরিয়া ৩৫০ কেজি/হেক্টর, টিএসপি ২২০ কেজি/হেক্টর, এমপি ২৬০ কেজি/হেক্টর, জিংক সালফেট ১২ কেজি/হেক্টর, জিপসাম ১২০ কেজি/হেক্টর, বোরিক এসিড ৬ কেজি/হেক্টর।

কৃষক ভাইদের জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি আলুর উন্নত জাতের নাম বলা হচ্ছে - হীরা, আইলসা, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, চমক, ধীরা, রাজা, আরিন্দা, স্পিরিট (বারি আলু - ২৭), লেডি রোসেটা (বারি আলু - ২৮), কারেজ (বারি আলু - ২৯) এবং মেরিডিয়ান (বারি আলু - ৩০)।

এটেল মাটি ছাড়া সব রকম মাটিতেই আলু চাষ হয়। মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপনে যত দেরি হবে ফলনে তত দেরি হবে। জমিকে ভালভাবে ৪-৫ বার মই দিয়ে মাটিকে মিহি করে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করুন। পানি সেচের ব্যবস্থা রাখুন। মাঝারি আকারের আলু বীজ ১.৫০ টন/হেক্টর লাগবে।

ভুট্টা: ভুট্টা সারা বছরের খাদ্য, পুষ্টি ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে। এটি তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ভুট্টার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ফলে এর আবাদও অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাইব্রিড ভুট্টার ফলন অনেক বেশি। তাই হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা লাভজনক।

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি ভুট্টার জাত হচ্ছে- বারি হাইব্রিড ভুট্টা- ৫, হাইব্রিড ভুট্টা- ৭, হাইব্রিড ভুট্টা- ৮, হাইব্রিড ভুট্টা- ৯, হাইব্রিড ভুট্টা-১০, হাইব্রিড ভুট্টা-১১। জাতভেদে এদের ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.০-১০.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

কৃষক ভাই, হাইব্রিড ভুট্টার ফলন বেশি হওয়ায় সারের পরিমাণ মুক্ত পরাগায়িত ভুট্টার চেয়ে বেশি লাগে। প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া ৫০০-৫৮০ কেজি, টিএসপি ২৬০-৩০০ কেজি, এমপি ১৮৫-২১০ কেজি, জিপসাম ২১০-২৩৫০ কেজি, জিংক সালফেট ১২-১৫ কেজি, বরিক এসিড ৫-৮ কেজি এবং গোবর সার ৪.৫-৫.০ টন প্রয়োজন হবে।

কৃষক ভাই ও বোনো, শীতকালীন শাকসবজি চাষ করে লাভবান হউন, পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করুন। বাড়ির আশেপাশে সামান্যতম উঁচু পতিত জায়গা যদি থাকে যেখানে রোদ পড়ে, সেখানে শাকসবজি চাষের জন্য নির্বাচন করুন। আসুন

শাকসবজি চাষাবাদের পাশাপাশি নিজেদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ফসলাদির সাথে বিভিন্ন জাতের ফলমূলের চাষ সম্প্রসারণে আরও বেশি উদ্যোগী হই। দেশকে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা করি।

সবজি: সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়া অপরিহার্য। পুষ্টি চাহিদা মেটানো ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সবজিগুলোর জাত সম্পর্কে জেনে নেই।

মূলা: মূলা বপনের সময় মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর।

বারি মূলা-১: উচ্চ ফলনশীল জাত। মূলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতি। পাতায় শুং থাকে না বলে শাক হিসেবে খাওয়া যায় এবং বোনার ৪০-৫০ দিন পর থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

বারি মূলা-২(পিংকী): মূলা নলাকৃতি এবং লালচে রঙের, পাতায় শুং থাকে না। খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁকালো। ৪০-৫০ দিন পর সংগ্রহ করা যায়, তবে ৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

বারি মূলা-৩ (দ্যুতি): এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। রোগ ও পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধী। ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়।

বারি মূলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। বাংলাদেশের সর্বত্র জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাঁজকাটা বিশিষ্ট (জাপানিজ মিনো আরশি টাইপ)। প্রতিটি মূলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

টমেটো: টমেটোর উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৩ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন।

বারি টমেটো-৪ ও বারি টমেটো-৫ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্ষা মৌসুমে ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন পাওয়া যায়। বারি টমেটো-৬ (চৈতি) এবং বারি টমেটো-৯ (লালিমা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন। বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০-১০৫ টন। বারি টমেটো-৮ (শিলা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৯০-৯৫ টন। কৃষক ভাই ও বোনো আপনারা উচ্চ ফলনশীল বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৬, বারি টমেটো-১৪, বারি টমেটো-১৫ আবাদ করে বেশি লাভবান হতে পারেন।

ফুলকপি: বারি ফুলকপি-১ (রূপা) বীজ বপনের সময় মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ও বারি বাঁধাকপি -২ (অগ্রদূত) মধ্য-আগস্ট থেকে অধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত বীজ ও চারা রোপণ করা যেতে পারে। ফলন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ও ৫৫-৫৬ টন। ■



বিএআরআই

সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র



আলু উপদেষ্টা বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আলু উপদেষ্টা বোর্ডের ৫ম সভা গত ১২ জুলাই কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি'র সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রমেশ চন্দ্র সেন, সাওফতা ইয়াসমিন, মোঃ আবদুল মালেক এবং টিপু মুনশি, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন আবদুল্লাহ। এছাড়াও সভায় সাতজন কৃষক প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আলু উপদেষ্টা বোর্ডের ৫ম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন সভার সদস্য সচিব এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

সভায় দেশে বর্তমানে যে অতিরিক্ত ২০-২৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয় তার সঠিক ব্যবস্থাপনা, রপ্তানিযোগ্য আলুর উৎপাদন, অধিক স্টার্চ সমৃদ্ধ আলুর জাত উদ্ভাবন, আলুর সংরক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানো, আলু চাষের উৎপাদন এলাকা কমিয়ে উক্ত জমিতে ভুট্টাসহ অন্যান্য অর্থকরী



আলু উপদেষ্টা বোর্ডের ৫ম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

ফসলের আবাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বিশেষভাবে দেশের উৎপাদিত অতিরিক্ত আলুর সঠিক ব্যবস্থাপনার

বিষয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরীর উপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের সার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর ব্যাপক ভর্তুকি প্রদানের ফলে আলুসহ সার্বিক কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সভায় সবাইকে অবহিত করেন। ■

আফগান প্রতিনিধি দলের বিএআরআই পরিদর্শন

আফগানিস্তানের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কার্যক্রমের একজন উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গত ৩ জুলাই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানের কৃষি সেচ এবং গবাদীপশু বিষয়ক উপমন্ত্রী হামিদুল্লাহ হামদর্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রী এস. আগা হুসাইন সানচারাকি, গণস্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রীর উপদেষ্টা হেদায়েতুল্লাহ স্তানিকজাই প্রমুখ।

প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছলে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, এরপর পৃষ্ঠা ৬



আগত অতিথিবৃন্দকে টিক্সিকোলজি ল্যাবের কার্যক্রম তুলে ধরছেন বিএআরআই এর বিজ্ঞানী ড. সৈয়দ নূরুল আলম

মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. আব্দুল ওহাব
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মো. আল-আমিন
মাহরুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণে : বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীণরোড, পাটুপাথ
ঢাকা-১২১৫, ফোন : ০১৭১৩০০৯৩৬৫

